মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের আংশিক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা ছাত্রলীগ। গতকাল শনিবার (১৩ এপ্রিল) জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁন ও সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইমাম হোসেন ইমনকে সভাপতি ও স্বপন গাজিকে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী এক বছর জন্য মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের ৬ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির অনুমোদন দেয়া হলো। কমিটির অন্য সদস্যরা হলো, সহসভাপতি ইশতিয়াক হোসেন লিমন, ওমর শরিফ উৎসর্গ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক সায়েম খন্দকার।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁন জানান, আংশিক কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সেই সাথে পূর্নাঙ্গ কমিটির তালিকা অতি দ্রুত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নবর্ষবরণ অনুষ্ঠিত

“মুছে যাক গ্লানি ঘুছে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা” এই আহ্বানে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে,মঙ্গলশোভা যাত্রা, পান্তা, উৎসব,সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ (বর্ষবরণ) অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত দিনের স্মৃতিকে বিদায় দিয়ে আজ রবিবার (১৪ এপ্রিল) থেকে শুরু হলো ১৪৩১ বঙ্গাব্দের বর্ষপুঞ্জির গণনা।

বর্ষবরণ উপলক্ষে সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য মঙ্গলশোভা যাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায়

হরেকরকম সাজে নানা শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ নেয়।

গরুর গাড়ীসহ নানা ধরণের প্লাকার্ড ও কাঁসা-বাঁশি, ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রাটি মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদঙ্গিণ করে উপজেলা পরিষদে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে বৈশাখী মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলশোভা যাত্রা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম,সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উজ্বল কুমার দত্ত, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা পিআইও মাশরুবা আলম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দীন, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

গাংনীতে চৈত্র সংক্রান্তীতে আয় বাঙ্গালী, খাই বাঙ্গালী অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক পাঠক ফোরামের আয়োজনে চৈত্র সংক্রান্তীতে আয় বাঙ্গালী, খাই বাঙ্গালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী ফুলকুড়ি স্কুলে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক পাঠক ফোরামের সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুরের বেশ কয়েকটি স্থানে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ শুভেচ্ছার ফেস্টুন ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

ফেস্টুন ও ব্যানার নষ্ট করার প্রতিবাদে গত শনিবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল ৪ টার দিকে তার নিজস্ব কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন লিখিত বক্তব্য বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমি প্রতিবছরের মতো এবারও পৌরবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দন ব্যানার করেছি গত ১২ তারিখ রাতে কে বা কার আমার প্রায় প্রতিটিম ফেস্টুনে ব্লেট মেরে কেটে দিয়েছে। এটা আমার কাছে পরিকল্পিত প্রতিহিংসমুলক আচরণ বলে মনে হয়। যে বা যারা এ কাজ করছে তারা নিশ্চয়ই কারো আদেশ করেছে।

তিনি আরো বলেন, আমি প্রশ্ন রাখতে চাই এটা কোন ধরনের রাজনৈতিক শিষ্টাচার এটা কোন রাজনীতি? মতভেদ রয়েছে থাকতে পারে, এটাতো রাজনৈতিক চর্চা। এ অপরাধ যারা করেছে এবং যার বা যার নির্দেশে হয়েছে তা তদন্তপূর্বক বের করে আইনের আওতায় আনার জন্য একান্ত ভাবে অনুরোধ করছি।

রেল যাত্রায় স্বস্তির ঈদ, নেই কালোবাজারি

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জিল্লুল হাকিম বলেন, এবারই প্রথম ঈদ

যাত্রায় মানুষ স্বস্তিতে রেল ভ্রমণ করেছে। রেলের টিকিটে কোনো কালোবাজারি হয়নি। কালো বাজারী সিন্ডিকেটের অনেকেই ধরা পড়েছে। এটা যখন শুরু হয়েছে, শেষও হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ শুক্রবার (১২ এপ্রিল) বিকালে মুক্তিযুদ্ধকালীন মন্ত্রীর রণাঙ্গনের স্মৃতি বিজড়িত গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রাম পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম, গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের রেল সংযোগ নির্মানে ধীরগতি প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন, মুজিবনগর রেললাইন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প। এটির কাজ চলমান রয়েছে। এটি ইনশাআল্লাহ। যতদ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করা হবে।

তিনি বলেন, একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেকগুলো প্রসেস আছে। কোনো প্রকল্প গ্রহণের সময় ফিজিবিলিটি পরীক্ষা করা হয়। ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পজেটিভ হলে সেটি প্রকল্প স্টেটমেন্ট ও ডিজাইন করা হয়।এসব প্রসেস শেষ হলে সেটি প্রকল্প আকারে একনেকে তোলা হয়। একনেকে পাশ হলে ইআরডিতে যাবে। তারাই প্রকল্পের অর্থের যোগানের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। মুজিবনগর রেললাইন প্রকল্প এখনো ওই পর্যায়ে যায়নি। এসব প্রসেসের জন্য যতটুকু সময় লাগবে এবং যতটুকু দ্রুত সম্ভব চেষ্টা করা হবে।
রেল সংযোগ মেহেরপুর শহর হয়ে গাংনী উপজেলা থেকে ভেড়ামারা বা মিরপুর পর্যন্ত বর্ধিত করা যায় কিনা এমন দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেন, মুজিবনগর পর্যন্ত রেল পথের ফিজিবিলিটির রিপোর্ট করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে মুজিবনগর পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের কাজ চলছে। এটিকে বর্ধিত করতে হলে আবারো একই নিয়ম অনুস্বরণ করতে হবে। তারপরেও স্থানীয় সংসদ সদস্যকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ

করবো। রেলপথের সচিব, ডিজিসহ বিশেষজ্ঞদের সাথে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এসময় তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধকালিন তার স্মৃতি বিজড়িত এলাকা নিয়ে কথা বলেন।

এর আগে মন্ত্রী বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর সার্কিট হাউজে পৌছালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান জেলাবাসির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এসময় মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

সেখানে জেলা প্রশাসন পুলিশ সুপার নাজমুল আহসানসহ বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।এসময় জেলা পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। পরে মন্ত্রী জিল্লুল হাকিম এমপি মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ বিশিষ্ঠজনরা যেখানে নামাজ আদায় করবেন

এবারের ঈদুল ফিতরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ও তাদের জনপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবেন।

তারা তারা নিজ এলাকায় ঈদের নামাজে অংশ নেবেন এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি,

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□-□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (Loving gift box for children) □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

এসব উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গিফট বক্স বিতরণ অনুষ্ঠানে, জেলা প্রবেশন অফিসার সাজ্জাদ হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান বাবুল মল্লিক, বল্লভপুর ডিনারীর ডিন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন শিশু পরিবারের প্রধান শিক্ষক তন্ময় কুমার সাহা সহ শিশু পরিবারের কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ।

শিশু পরিবারের ৭৯ জন সদস্যদের মাঝে এ সমস্ত গিফট বক্স বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে দাবদাহে ভরসা “শরবত ও আখের রসে

গেলো এক সপ্তাহব্যাপি চৈত্রের প্রচন্ড খরতাপে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মেহেরপুরের তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই সময় ঘর থেকে বের হলেই গরমে ঘেমে-নেয়ে নাজেহাল।

তীব্র গরমে সড়কের মোড়ে, মার্কেটের সামনে, রাস্তার পাশে সারি করে দাঁড়ানো লেবু পানি, আখের রস, বেলের শরবত, ডাবসহ নানা প্রকারের ঠান্ডা পানির ভ্রাম্যমান দোকান চোখে পড়ছে।

জেলা শহর,গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা শহরগুলোতে ভ্রাম্যমাণ শরবত ও আখের রসের দোকান গুলোতে সাময়িক প্রশান্তি আর তৃষ্ণা মেটাতে ঝুঁকছেন মানুষ।

অস্বস্তিকর গরমে রাস্তার পাশের শরবত, আখের রস ও ডাবের দোকানগুলোই যেনো মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের ভরসার যায়গা।

তবে এসব খাবার এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, এসব খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।

আখের রস ও শরবত বিক্রেতারা বলছেন, “তীব্র গরমে কদর বেড়েছে আখের রস, লেবুরসহ বিভিন্ন ধরনের শরবত ও ডাবের”।

গেলো এক সপ্তাহ ব্যাপি মেহেরপুর জেলায় গরমের তীব্রতা বেশি অনুভূত হওয়ায় ফুটপাতগুলোতে হরহামেশাই ক্লান্ত পথিকদের নানান ধরণের শরবত ও জুস কিনে পান করতে দেখা যাচ্ছে।

গত শনিবার (৬ এপ্রিল) এ মৌসুমের সর্বোচ্চ ৪২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান জানান, মাঝারি তাপদাহের পর গত শনিবার (৬ এপ্রিল) তীব্র তাপদাহ শুরু হয়েছে।

গত শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও গাংনী উপজেলা শহরে এলাকায় প্রচন্ড দাবদাহে পিপাসা মেটাতে শরবতের দোকানগুলোতে ভিড় করতে দেখা যায় তৃষ্ণার্ত মানুষকে। এসব এলাকার ফুটপাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি শরবতের দোকান। কোনো কোনো দোকানে বিক্রি হচ্ছে বেলের শরবত, আবার কোথাও লেবুর শরবত।

পাশাপাশি বিক্রি হচ্ছে ডাব ও আখের রস। এছাড়াও পিপাসা নিবারণে সাধারণ মানুষকে রাস্তার পাশের দোকান থেকে বিভিন্ন কোম্পানির কোমল পানীয় ও মিনারেল ওয়াটার কিনে পান করতে দেখা গেছে।

গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকার লেবুর শরবত ও আখের রসের দোকানে দেখা গেছে প্রচন্ড ভীড়।
বাসের অপেক্ষায় থাকা রহিমা খাতুন তার ছেলে আয়মানকে লেবু শরবত পান করাচ্ছেন। তিনি বলেন অস্বাস্থ্যকর জেনেও এটি পান করাতে বাধ্য হচ্ছি। কারন গরমে শিশুটির গলা শুকিয়ে গেছে।

আখের রসের দোকানে বোতল ও পলিথিন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আব্দুর রহমান, সেলিনা খাতুন ও শাহাজান আলী। তারা বলেন, এই গরমে ইফতার পর আখের রস না খেলে শরীর কড়া হয়ে যাবে। তাই, আখের রস নিয়ে যাচ্ছি।

গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকার শরবত বিক্রেতা সাদ্দাম হোসেন বলেন, যত গরম পড়বে আমাদের তত বিক্রি বাড়বে। কয়েকদিন যাবৎ গরম পড়ছে। প্রতিদিন ৬/৭ হাজার টাকার শরবত বিক্রি হয়। রোজা বের হলে বিক্রি আরো বাড়বে বলে জানান তিনি। তার শরবতে লেবু, চিনিগুলা, তুকমা দানা, ইসুপগুলের ভুশি, বরপ দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই বলে জানান তিনি।

আখের রস বিক্রেতা শহিদুল ইসলাম বলেন, গরম পড়ার সাথে সাথে আমাদের বেচা বিক্রিও বেড়েছে। প্রতিদিন
৭/৮ হাজার টাকার রস বিক্রি করেন তিনি। এদিকে ডাব বিক্রেতা সাবান আলী জানান, ডাবের প্রচুর চাহিদা। এই গরমে মানুষ কাদের শরীর কড়ার হাত থেকে বাঁচতে ডাবের প্রতি ঝুঁকছেন।

এদিকে তীব্র গরমে বাড়ছে নানা রোগ বালাই। বিশেষ করে ডায়রিয়া, জ্বর, শ্বাসকষ্টের রোগীর সংখ্যা বেড়েছে আগের তুলনায় বেশি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, এই গরমে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। পিপাসা মেটাতে ফুটপাতের শরবত,পানি পান থেকে বিরত থাকতে হবে।

মেহেরপুর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সচেতনতামুলক প্রচারণা

পবিত্র ঈদুল ফিতরে যানবাহন নির্বিঘ্নে বাড়ি ফেরার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ বিভাগ।

আজ মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা শহরের হোটেলবাজার মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ ও সচেতনতামুলক প্রচারণা চালান ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরে মোটরসাইকেল, বিভিন্ন সড়কে মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্ব দেব ঘোষের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ট্রাফিক সার্জেন্ট মেহেদী হাসান, আলামিনসহ ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্ব দেব ঘোষ বলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে সচেতনতামুলক এই অভিযান চালানো হচ্ছে। নির্বিঘ্নে যেনো মানুষ চলাচল করতে পারে সেই লক্ষেই এই পদক্ষেপ।

“আওয়ামীলীগ ১৫ বছরে বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা, নির্যাতন মিথ্যা মামলা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছে”…. সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, আওয়ামীলীগ বিগত ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন মামলা হামলা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে বিরোধীদের দমন পিড়ন চালাচ্ছে। অথচ, বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ৭১ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। সকলকে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলো। বিএনপি হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, শান্তিতে বিশ্বাসি।

আজ বিকালে বিএনপির গাংনী উপজেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত “বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং ফ্যাসিবাদ পতন ও ভোটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কারা নির্যাতিত সহযোদ্ধাদের সম্মানে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের গাংনী উপজেলা শাখা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরো বলেন, এই সৈরাচারী ফ্যাসিবাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে বিএনপি নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে। সকল অন্যায়কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমাজ ও দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দ্যেশে আরো বলেন, বিএনপি করবেন অথচ নৌকায় ভোট দিতে যাবেন, এটা সহ্য করা হবেনা। যারা ভোট দিতে

যাবেন তাদের চিহ্নিত করে রাখা হবে।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোমিনুর রহমন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন আপোষহীন নেত্রী। ওয়ান ইলেভেনের সময় খালেদা জিয়াকে বলেছিলেন আপনি যে দেশে যেতে চান যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেদিন তাদের কথা শুনে যাননি। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই। এই দেশ আমার সব।

তিনি আরো বলেন, আজকে ছাত্রদলের ছেলেদের বিয়ে হচ্ছেনা, যুবদলের ছেলেদের চাকুরী হচ্ছে না। সামাজিক কোনো স্থানে যায়গা নেই। বাংলাদেশের পরিবর্তন অবসমভাবি। অচিরেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে। তাই সকল পরিবর্তনের আগে দলের ঐক্য গড়তে হবে। ঐক্য ছাড়া কোনো বিজয় আসবেনা।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মো: আখতারুজ্জামান সজল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় আনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক ইউসুব আলী, গাংনী পৌর কৃষকদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। পরে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।